সংবাদ

তারিখ 6 JAN 2012
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

ঢাকা : শুক্রবার ২৩ পৌষ ১৪১৮
Dhaka : Friday 6 January 2012

সম্পাদকীয়

বাড়তি ফি, ডিও লেটার ও কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করার উদ্যোগ প্রসঙ্গে

হাইকোর্টের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষকদের কোচিং বাণিজ্য বন্ধের উদ্যোগ নিয়েছে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকার নির্ধারিত ভর্তি ফি'র চেয়ে অতিরিক্ত টাকা আদায় করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বাড়তি টাকা ফেরত দেয়ার উপায়ও খোঁজা হচ্ছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে গত বুধবার অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে উল্লিখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়। এ নিয়ে সব জাতীয় দৈনিক গুরুত্ব সহকারে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। গতকাল 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, নামিদামি স্কুলে শিক্ষার্থী ভর্তির লক্ষ্যে মন্ত্রী-এমপি, আমলা এমনকি পুলিশ কর্মকর্তা পর্যন্ত ডিও লেটার পাঠাচ্ছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বৈঠকে অবশ্য ডিও লেটার নিয়ে কোন আলোচনা হয়নি।

বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সাফল্য উল্লেখযোগ্য। তবে বাড়তি ভর্তি ফি ও ডোনেশন আদায়, ভর্তিতে ডিও লেটার এবং কোচিং বাণিজ্যের কারণে মন্ত্রণালয়ের অর্জিত সাফল্য ম্লান হতে বসেছে। স্কুলগুলোতে ডোনেশন আদায় এতদূর পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে যে, এ নিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে রাজধানীর মণিপুর স্কুলে সাংবাদিকরা এক এমপি ও তার ক্যাডারদের হামলার শিকার হয়েছেন। মূলত সে ঘটনার পর অতিরিক্ত ভর্তি ফি ও ডোনেশন আদায় বন্ধের বিষয়টি নতুন করে সামনে চলে আসে। সরকার এর আগে এসব বন্ধের ঘোষণা দিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। আশা করি এবার বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে নেবে এবং বাড়তি ভর্তি ফি ও ডোনেশন আদায় বন্ধে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সব পদক্ষেপ নেয়া হবে।

শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ডিও লেটার সংস্কৃতি বন্ধে সরকারকে কাজ করতে হবে। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি প্রথা পাল্টে লটারি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হলেও ডিও লেটার সংস্কৃতি চলছেই। অনেক মন্ত্রী-এমপি নামিদামি স্কুলে ডিও লেটার পাঠাচ্ছেন। আমলারাও এ অনৈতিক কাজে পিছিয়ে নেই। এখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুলিশ কর্মকর্তাও। জানা গেছে, কোন কোন পুলিশ কর্মকর্তা ডিও লেটারে সরকারি সিল ব্যবহার করছেন। আরও অভিযোগ পাওয়া গেছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা শিক্ষার্থী ভর্তিতে নামকরা স্কুলগুলোর ওপর অবৈধ প্রভাব খাটান এবং তাদের চাহিদামতো শিক্ষার্থী ভর্তির বিনিময়ে তারা অনেক স্কুলের অনিয়ম-দুর্নীতিকে ধামাচাপা দিয়ে রাখেন। অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ডিও লেটার সংস্কৃতির অবসান ঘটাতে হবে।

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। এ লক্ষ্যে কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। কোচিং বাণিজ্য বন্ধে অতীতেও চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু তাতে কোন ফল হয়নি। কোচিংয়ের কারণে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের মান কমে গেছে। অনেক শিক্ষার্থী কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষকদের ব্ল্যাক মেইলেরও শিকার হয়। শিক্ষকদের কোচিংয়ে উৎসাহিত হওয়ার বড় কারণ তাদের আয়ের স্বল্পতা। বর্তমান সরকার শিক্ষকদের বেতন বাড়ালেও মূল্যস্ফীতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিক্ষকদের জীবনধারণ করা সত্যিই দুরূহ। কাজেই কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করার সরকারি উদ্যোগ কতটা সফল হবে তা নিয়ে সংশয় রয়েই যাচ্ছে। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠদান যেমন নিশ্চিত করা জরুরি, শিক্ষকদের স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্বাহের বিষয়টা নিশ্চিত করাও জরুরি।